193

তারিখ 23 JUL 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষাঙ্গনে বর্বরতা ও দুর্ভাগা এ দেশ

শিক্ষাঙ্গনে শান্তি ও পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্যে মঙ্গলবার দিন দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সভা হয়, একটি প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের নেতাদের। অপরটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের সঙ্গে বিভিন্ন হলের প্রভোষ্ট, বিভাগের চেয়ারম্যান, সিনেট, সিন্ডিকেটের সদস্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইউনিয়ন বা সমিতির নেতাদের। ফলাফল? বুধবার দিন সকাল এগারটার দিকে ইতিহাস বিভাগের সামনে প্রকাশ্যে একটি ছাত্রের মাথায় রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত। এ কি বর্বরতা! এ কি নৃশংসতা! এ কি পৈশাচিকতা! এরা কারা যারা এই নিষ্ঠুরতার হোতা? তারা কি মানুষ না পশু? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পাশবিকতা চলছে তার জন্যে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই নয় সমগ্র জাতির অনুশোচনা হওয়া উচিত। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর নেতারা শান্তির ললিত বাণী শোনাচ্ছেন আর শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বেড়েই চলেছে। ভারতের অযোধ্যায় যেমন হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্টের আদেশ অমান্য করে বিতর্কিত স্থানে রামমন্দির নির্মাণের কাজ অব্যাহত, বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনেও তেমনি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠনের নেতাদের, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের এবং সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শান্তি, শৃংখলা ও পরিবেশের আহ্বান ও আশ্বাসকে কাঁচকলা দেখিয়ে সন্ত্রাসীরা তাদের হানাহানি অব্যাহত রেখেছে। পঙ্গু হচ্ছে হতাহত হচ্ছে নিরীহ ছাত্র-ছাত্রীরা, তারা এই অসহনীয় পবিবেশের মধ্যেও জীবন হাতে নিয়ে ক্লাসে আসছে, লাইব্রেরীতে যাচ্ছে, পরীক্ষা দিচ্ছে। এর কোনো বিরাম নেই, প্রতিকার নেই।

স্বৈরাচার গেলো সন্ত্রাস শেষ হলো না, অন্তর্বর্তীকালীন নিরপেক্ষ সরকার এলো, সন্ত্রাস কমলো কিন্তু থামলো না, গণতান্ত্রিক সরকার এলো কিন্তু সন্ত্রাস চললো। গত আঠারো মাসেও বাংলাদেশের প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি থেকেও যথার্থ অর্থে সন্ত্রাস নির্মূল হয়নি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গোরস্থানের শান্তি বিরাজ করছে কারণ সে বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌলবাদীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রস ফায়ারে পড়ে শান্তি স্থাপনের জন্যে ছাত্রদল সভাপতিকে অনশন ধর্মঘট করতে হয়েছিলো। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে আন্তঃদলীয় সংঘাত অপেক্ষা অন্তর্দলীয় হানাহানির ঘটনা ঘটছে বেশি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে সলিমুল্লাহ হল, জহরুল হক এবং জগন্নাথ হলে যে সন্ত্রাস চলছে তা অন্তর্দলীয় এবং এই হানাহানি বিশ্ববিদ্যালয়কে নরককুন্ডে পরিণত করে ফেলেছে। এ নরক সৃষ্টির জন্যে দায়ী কে বা কারা?

এ সন্ত্রাসের জন্যে যে বা যারাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী হোক না কেন তারা শিক্ষার শত্রু। সমাজের শত্রু, দেশ ও জাতির শত্রু। তারা এ দেশের শান্তি ও প্রগতির শত্রু। সন্ত্রাস কেবল শিক্ষাঙ্গনেই সীমাবদ্ধ নয়, স্বৈরশাসনামলে এই সশস্ত্র সন্ত্রাস শুরু করা হয়েছিলো শিক্ষাঙ্গনেই, ক্রমে তা শিল্পাঞ্চলে এবং সমগ্র সমাজদেহে পরিব্যাপ্ত। এই সন্ত্রাসের দায়িত্ব অল্পবিস্তর দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর ওপরও গিয়ে পড়ে। এছাড়াও সেই স্বৈরশাসনামলে যে অদৃশ্য শক্তি সুকৌশলে শিক্ষাঙ্গনে সশস্ত্র সন্ত্রাসের অনুপ্রবেশ ঘটেয়েছিলো সে শক্তি কি আজো ক্রীড়নক? দৃশ্য ও অদৃশ্য শক্তির লীলাখেলা* বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গন, শিল্পাঞ্চল, রাজনৈতিক অঙ্গন এবং সমগ্র সমাজদেহ আজ ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত। বাংলাদেশে আজ শান্তি, শৃংখলা, নিরাপত্তা বলে কি কিছু নেই? দুর্ভাগা এ দেশ!